R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শক্রঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭।
৭ই জুলাই ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

পরিবর্তনকামী মেঘের ঘনঘটা থাকলেও জেলাতে বৃষ্টি হলো না

কৃশানু ভট্টাচার্য্য : জঙ্গিপুর পৌরভোটের ফলাফল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে পৌরবোর্ডে বামপন্থীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে না যদি মুকুল রায়ের মতো 'দিদি' অনুগামীদের নির্বুদ্ধিতা ও ঔদ্ধত্য স্তিমিত থাকতো। আপাততঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার ২০টি ওয়ার্ড থেকে ১৩ জন বামপন্থী প্রতিনিধি আগামী ৫ বছর পৌরসভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের ৬ জন ও তৃণমূলের ১ জন প্রতিনিধি থাকবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে বাম বিরোধী ভোট ভাগ না হলে জঙ্গিপুরের ৫টি আসন পেত বিরোধীরা। এর মধ্যে জঙ্গিপুর পারের ৬ ও ১০ ওয়ার্ড রয়েছে। রঘুনাথগঞ্জের ১৩, ১৬ ও ১৯ ওয়ার্ড বামবিরোধীরা পেতো। ৬ নং ওয়ার্ডে বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান ৪ ভোট। ঐ ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীর প্রাপ্তি ২৩ ভোট। ১০ নং ওয়ার্ডে আর.এস.পি.-র ওজেদা বিবির জয়ের ব্যবধান ৩৩ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী চাম্পা বিবির প্রতি বামেদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ তিনি পেয়েছেন ৪০ ভোট। রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটা এলাকার ১৩ নং ওয়ার্ডে ২০০০ সালের পৌর নির্বাচনে বাম বিরোধী কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হয়ে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। সেই ওয়ার্ডে এবারে জয়ী সিপিএম প্রার্থী। জয়ের ব্যবধান ৫৬। তৃণমূল প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ১৪৯। ১৭ নং ওয়ার্ডে অবশ্য নাক কাটা গেছে কংগ্রেসের। তৃণমূলের প্রার্থী একসময়ে ফঃ ব্লক উপপৌরপ্রধান মনীষা রুদ্র জিতেছেন ২৯১ ভোটে। ঐ ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ৩৭৭ ভোট। ১৯ নং ওয়ার্ড এবারেও সিপিএমের দখলে। জয়ী প্রার্থী শক্রঘ্ন ঐ ওয়ার্ডে নতুন মুখ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ৬১২ ভোট। (শেষ পাতায়)

আদিবাসীদের বন্ধ করে দেয়া স্কুল বিডিওর তৎপরতায় খুললো

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের নওপাড়া গ্রাম সংসদের অধীন সাতগাছি আদিবাসী পল্লীর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রায় দু' সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর বিডিওর হস্তক্ষেপে চালু হলো। আদিবাসীদের প্রতি সরকারী উদাসিনতার একাধিক অভিযোগসহ শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার নির্দিষ্ট খাবার বন্টন না করা, প্রকৃত শিক্ষা দানে তাদের প্রতি অবহেলা ইত্যাদি কারণে স্কুল ঘরের দরজা ঝাঁপ ও মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেন মায়েরা। আদিবাসীদের প্রতি এই ধরনের অবহেলার অভিযোগ পেয়ে বিডিও সরজমিন তদন্ত করে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিলে স্কুলটি চালু করতে দেন তাঁরা। আদিবাসীদের অভিযোগ – গ্রামে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নাই, বিদ্যুৎ নাই, পানীয় জলের টিউবওয়েলগুলো প্রায় অকেজো। এলাকায় কয়েকশো বিঘা খাস জমি পড়ে থাকলেও তাদের ভাগ্যে এক বিঘাও জোটেনি কংগ্রেস বা বাম জমানায়।

সিল্ক সমৃদ্ধ মির্জাপুরের রাস্তা আজও চলাচলের অযোগ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর গ্রামটি বহু প্রাচীন অথচ সেখানে চলাচলের রাস্তা বা জল নিকাশীর কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে পি.এইচ.ই দপ্তর থেকে রাস্তা কেটে জলের পাইপ বসানোর জন্য কোথাও কোথাও নর্দমা ভেঙে জল নিকাশী ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। বৃষ্টির জল রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থেকে এলাকাকে কর্দমাক্ত করছে। মালবাহী ট্রাক রাস্তার ওপর ফেঁসে গিয়ে মানুষের (শেষ পাতায়)

আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতি, সামসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা এলাকার গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিকমুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৫৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প কার্য্যকরী হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৪০টি জলাধার নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে কয়েকটি এলাকায় জলাধার নির্মাণের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

শতাব্দীর সাক্ষী ভূজঙ্গিনী দাসী চলে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের পরিচারিকা ভূজঙ্গিনী দাসী (১০১) দীর্ঘজীবন কাটিয়ে গত ২ জুলাই ভোরে মারা যান। সদালাপী মিষ্টভাষী এলাকার মানুষের কাছে ভুজু পিসি নামে পরিচিতা ছিলেন তিনি। একশো বছর পার করা ভূজাঙ্গিনীকে পাড়ার ছেলেরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে শহর ঘুরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যান এবং তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গৌতম মনিয়া

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭

অশনি-সঙ্কেত

বিশেষ প্রাণীর 'শীতঘুম' বলিয়া একটা অবস্থা বৎসরের এক সময় অর্থাৎ শীতে হয়। তখন তাহারা জড়বৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। দেহস্থ সঞ্চিত মেদে তাহাদের শারীরিক ক্ষয়ের পূরণ হয়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলি – বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও নয়াদিল্লীতে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ একের পর এক ঘটিয়া গেল, তাহাতে এ দেশের গোয়েন্দা দপ্তর তথা পুলিশ বিভাগ বরাবরই শীতঘুমে যেন আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভারতের প্রাণকেন্দ্রগুলি একের পর এক যেভাবে ধাক্কা খাইল, তাহাতে প্রত্যেকেরই একটি চিন্তা যে এই অভাগা দেশে আজ মানুষের নিরাপত্তা বলিয়া কিছু নাই। নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষার কোন দায়িত্ব যেন দেশের সরকারের নাই। অযথা মৃত্যু, অযথা সম্পত্তিক্ষয় যেন হইতেই পারে, তাহাতে কিছু বলিবার বা করিবার নাই। বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিস্ফোরণ যেন ভারতরাষ্ট্রের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ বা স্পর্দ্ধার আহ্বান। দেশের গোয়েন্দাকুল বোম্বাই-এর ঘটনার পর হইতে আজ পর্যন্ত সন্তোষজনক তৎপরতা কিছুই দেখাতেই পারে নাই। আর দিল্লীর ঘটনা ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং খোদ সরকারকে মুখে চুণকালি মাখাইয়া দিয়াছে।

বিস্ফোরণে অতি আধুনিক মারাত্মক বিস্ফোরক আর ডি এক্স, পি ই টি এন ও নাইট্রোগ্লিসারিণ ব্যবহৃত হইতেছে। দেশের গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ দপ্তর যদি ইহার সন্ধান করিতে না পারে ত এমন 'শ্বেতহস্তী' পুষিয়া আর্থিক কৌলীন্য ও ফাঁকা মর্যাদার বহিরঙ্গ প্রকাশে কী যে লাভ, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

শাসকের চক্ষু চর অর্থাৎ গোয়েন্দা দপ্তর। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের এক সময় আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। কী কারণে বলিতে পারি না, এই বিভাগ যেন আজ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে এবং নিজেদের অপদার্থতায় সরকারের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পঙ্গু করিয়াছে, আর না হয়, সরকার 'শীতঘুমে' আচ্ছন্ন। বড় বড় শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্ফোরণ দেশের দুর্ভাগ্য যে ঘনাইয়া আসিতেছে তাহারই পূর্ব সঙ্কেত।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিশুদের খাবারে গরমিল প্রসঙ্গে

আমরা দফরপুর অঞ্চলের সুজাপুর গ্রামের VI সংসদের বাসিন্দা এবং D/12 I.C.D.S কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। ঐ কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী মাহেমুদা খাতুন প্রায়ই কেন্দ্রে আসেন না। শিশুদের প্রতি চরম অবহেলা এবং তাদের খাবারে দুর্নীতি করেন। ৫০০ গ্রাম আলু ও সোয়াবিন দিয়ে খিচুরি করেন। কিন্তু খাতায় দেখানো হয় – টমেটো, আলু পেপেঁ, মিষ্টি কুমড়ো, সোয়াবিন, যার খরচ দেখান ৪০ টাকা। সিদ্ধ ডিম দেন ২৫টি, খাতায় দেখান ৫০টি। ঐ কেন্দ্রে মা ও শিশু মোট ৯৮ জন কিন্তু চাল খরচ দেখান ২.৫ কেজি। প্রতিদিনের খরচ দেখান প্রায় ২০০ টাকা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ঐ কেন্দ্রটি তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে – ডালিম সেখ, তাসিকুল আলম, এনামূল সেখ, রাকিবুল ইসলাম ও হুমায়ুন সেখ।

পৌরপিতা নির্বাচন কিছু অর্বাচীন মন্তব্য

– চিত্ত মুখোপাধ্যায়

জঙ্গিপুরে এবার বামফ্রন্ট জয়ী হবার পর পৌরসভার প্রধান দায়িত্ব দিয়েছে মোজাহারুল সাহেবকে। দীর্ঘদিন মৃগাঙ্কবাবু চেয়ারম্যান থেকে এবার অবসর নিলেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ওঁদের নিজস্ব। আমরা কেউ কেউ অনর্থক অন্যের কাজে নাক গলিয়ে ফেলছি। বলা হচ্ছে এটা কি রকম হলো ? সংখ্যালঘু চেয়ারম্যান ! কোন কালো যা হয় নি। এবার তো হিন্দুদের আরো দুর্দিন শুরু হলো। কোন্ পদে আর রইল হিন্দু ? পার্টির উপর মহল মৃগাঙ্ককে হাঁকিয়েছে ইত্যাদি।

এইসব কথা বেশীর ভাগটাই ছিটকে আসছে বিরোধী শিবির বা বাম বিরোধী জনতার পক্ষ থেকে এরকম নয়। বামফ্রন্টের কট্টর কিছু হাফ নেতাও হতাশ। এমনকি মুসলিম নেতা ও কর্মী মন্তব্য করছেন এরকম ইচ্ছে থাকলে সকলে আলোচনা করে আরো দক্ষ কোনও মুসলমানকে চেয়ারম্যান করা যেত, মোজা কেন ? ও মৃগাঙ্কর তল্পিবাহক হতে পারবে তাই ?

উল্লেখ করা যেতে পারে, জঙ্গিপুর সংবাদ-ই একমাত্র মোজাহারুলের ভাবী ও সম্ভাব্য অভিষেকের কথা আগাম বলেছিল। আমরা দলীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করবো না। শুধু জনগণকে মনে করিয়ে দেব গত ১৯৩৮ – ৪২ "দ্বিজপদ চ্যাটার্জী আর "শ্যাম চক্রবর্তীদের ঝগড়ার জন্যে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন হাউসতোল্লা সাহেব। শ্যাম মহম্মদ এক সময় ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁর বাবা। অতএব মৃগাঙ্ক আমেরিকা আবিষ্কার করলেন তা নয়। তাছাড়া এতদিন রাস্তাঘাটে বলা হচ্ছিলো 'ও শালা জ্যোতিবাবুর মতো, না মরা অবধি চেয়ারম্যান থাকবে। দলে গণতন্ত্র নাই ও যা বলবে তাই। ওর পরে কে হাল ধরবে তার ঠিক নাই। কাউকে তৈরী করে গেল না।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দিয়েও বেচারা গাল খাবে কেন ? আমরা অনেকেই চেয়েছি মৃগাঙ্ক যাক, অন্য যে আসবে আসুক। যেন রাইটার্স থেকে বুদ্ধ বাবুরা যাক, মমতা ঝগড়াটে পাগলী যা হোক — আসুক একবার। আমরা পরিবর্তন চেয়েছিলাম। মৃগাঙ্কবাবুরা সে কথা রেখেছেন ! এতে ক্ষোভের কি আছে ? এরপর রাজনৈতিক অঙ্ক, প্যাঁচ পয়জার তো আছেই। এসব যে আমরা বুঝিনা বা জানিনা তাও নয়। ২০ জনের মধ্যে ১০ জন মুসলমান কাউন্সিলার। তাঁদের দাবী তো ৫০:৫০ হতেই পারে। যারা ভাবছি তা কেন, বরাবর তো হিন্দুই হয়েছে এবার ব্যতিক্রম <u>কেন ? ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে সাম্প্রদায়িকতা কোন চিন্তার মধ্যে আছে ? অপরদিকে জোর রটনা–</u>

একটা শিল্পপতি গোষ্ঠী, যারা বিড়ি থেকে মূলধন গুটিয়ে এনে হাজার হাজার কোটি টাকা এক দিল্লির বাদশাকে ধরে অন্যদিকে লগ্নী করতে নানা লাইসেন্স পারমিট লুঠতে ব্যস্ত, তারা তো বসে নেই। তারা নাকি চেয়েছিলেন রাতারাতি ঘোড়া কিনতে। ফরমানও দিয়েছিলেন মুসলমান চেয়ারম্যান করবো চলে এসো এবং জন পিছু নাও ৩০/৪০ লাখ। হতে পারে গোটাটাই বাজারী গুজব। কিন্তু কিছুদিন ধরে ঐসব শিল্পপতিদের ব্যবসা বাদে রাজনীতির দিকেও যা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, জঙ্গিপুর দখলের জন্যে এঁদের কেউ কেউ বা করছেন তাতে রটনা বলে মানতেই বরং কষ্ট হয়। এতসব সামলাতে বামফ্রন্টের নেতারা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এলাকার সংখ্যালঘু বলবো না সংখ্যাগুরুদের লোককেই যদি চেয়ারম্যান করে থাকেন তাহলে রাজনৈতিকভাবে কি ভূল করলেন ? আর আমরা অনেকেই জানিনা এই পৌরসভায় ৭০% মুসলমান বাস করে। ৪০ টা বুথে ৪৫৬৪১ জন ভোটার। ওরা কি সংখ্যাগুরু নয় ? রাজনীতিতে অন্যায় আর ভূল এক নয় কিন্তু। প্রেম আর যুদ্ধ নীতি মানে না। কংগ্রেস এলে কি করতো হলফ করে কাগজে বলুক। চেয়ারম্যান হবার দৌড়ে ছিল ৪/৫ জন এবং পুলিশ ডেকে চেয়ারম্যান করতে হতো। (৩য় পাতায়)

বিশ্বযুদ্ধ

– অরুণকুমার সেনগুপ্ত

দামামা বাজেনি, অসির ঝন্ঝনা নেই,
নেই রক্তপাত, নেই কো কামান –
নেই কোথাও যন্ত্রণাকাতর ক্রন্দনরোল
মাথার উপর পাক দেয় না ভয়াল বিমান। তবু,
শুরু হয়ে গেছে বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী দারুণ উল্লাস।

এ যুদ্ধ সবুজ মাঠে মাঠে,
অসংখ্য মানুষের সহর্ষ চিৎকার
আর বাদ্যধ্বনিতে জেগে ওঠা ভুভুজার
একটানা তানে মুখরিত, সুসজ্জিত স্টেডিয়ামে।
এ যুদ্ধে লাগে না হাতের জোর,
থাকে না বিষাক্ত বিদ্বেষ –
এ যুদ্ধ হয় মাথা ও পায়ের কাজে।
এই যুদ্ধ ১১টি।
এ যুদ্ধ এগারোটি বাছা বাছা
বাহারি পোষাকপরা সৈন্যের দলে দলে।
তাদেরই গলায় ওঠে জয়মাল্য
যাদের বেশি বল, বল ঢোকাতে জালে।
এ যুদ্ধ প্রচারে ব্যস্ত সর্বজন
টি.ভি. সংবাদপত্র, নানান গণমাধ্যম।

কে জিতবে এ যুদ্ধে, শেষ হাসি হাসবে কোন দেশ,
এ নিয়ে জল্পনার নেই শেষ।
মারাদোনার আর্জেটিনা, নাকি পেলের ব্রাজিল –
স্পেন, পর্তুগাল কিংবা [illegible]র ইংলণ্ড,
অথবা,ট্রফিটা নিয়ে যাবে [illegible] মেরে অজানা কোন চিল।
কে পাবে সোনার বল, কে পাবে সোনার বুট,
কার শিরে শোভা পাবে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট।
কে কে এগিয়ে এ ক্ষেত্রে বেশি,
গঞ্জালো হিগুয়াইন, কাকা, রোনাল্ডে –
অন্য কেউ, নাকি মেসি।

জঙ্গিপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও কয়েকটি কথা

– দেবব্রত সেন

অবশেষে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জিপার্ক ময়দানে প্রস্তাবিত আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স (স্টেডিয়াম) তৈরির কাজ শুরু হলো। আর হবেই বা না কেন ? প্রতিবারের ন্যায় এবারও জঙ্গিপুর পৌরসভা বামফ্রন্টের দখলে রেখেছে, তারপর সামনের ২০১১-তে বিধানসভা নির্বাচন। নাগরিক জীবনকে বৈচিত্র্যময় করার এরকম একটা উদ্যোগ তো প্রয়োজন ছিলই যাতে ভোটারদের একটা চমক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বলতে হয় এর কি কোন প্রয়োজন ছিল ? আজ যখন রঘুনাথগঞ্জে খেলা-ধূলার পরিবেশ দিন দিন কমে যাচ্ছে, তখন কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্টেডিয়াম খেলাধূলার ক্ষেত্রে কোন্ উন্নতি ত্বরান্বিত করবে ? এর সামান্য অংশ যদি খেলধূলার উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যয় করা হতো তবে আমাদের নবীন প্রজন্ম ধন্য হতো। অপরদিকে স্টেডিয়াম আকারে উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তর ঘেরা পড়লে শুধুমাত্র এস.ডি.ও. অফিস সংলগ্ন ও হাসপাতাল চত্বরের একটি মোট দুটি ছোট মাঠ বাদ দিলে আর কোন সবুজের হাতছানি থাকবে না এখানে। পূর্বে ময়দানের পাশের পথ দিয়ে গেলে সবুজ ময়দান দৃষ্টিগোচর হতো, কিন্তু বছর কয়েক পূর্বে নয়নজলির উপর সারি সারি বিপণি নির্মিত হওয়াই দূর থেকে আর কিছু দেখা যায় না, কিন্তু নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ দিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রতিদিন বিকালে কত ক্ষুদে খেলোয়াড় মনের আনন্দে খেলা করে ; বয়স্কদের কিছু সময়ের বায়ু সেবনের স্থান এটি। তারপর বইমেলা, মিটিং ; জনসভা, কৃষি মেলা, যাত্রাগান, সার্কাস ইত্যাদির স্থান এটি। কিন্তু স্টেডিয়াম আকারে মাঠ ঘেরা পড়লে এর কোনোটি কি আর সম্ভব হবে ?

খেলাধূলার কথা বলতে গেলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রাম ফুটবল প্রতিযোগিতা কিছুটা সাড়া ফেলেছিল, কিন্তু কী শহরে, কী গ্রামে প্রকৃত অনুশীলন ও প্রশিক্ষার অভাব আছে। শুধু প্রতিযোগিতামূলক খেলা খেললেই হবে না, চাই কঠোর অনুশীলন, মনোসংযোগ এবং প্রশিক্ষা। অপরদিকে স্থানীয় কিছু ক্লাবের পরিচালনায় নৈশক্রিকেট প্রতিযোগিতা খুব জনপ্রিয় হয়েছে। বলতে খারাপ লাগে সেগুলি সব আড়ম্বর সর্বস্ব খেলা। ফ্লাড লাইটের আলো, ঘনঘন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় খেলার পরিবেশই হারিয়ে যায়। প্রতিযোগিতা হোক কিন্তু তার পূর্বে হোক কঠোর অনুশীলন। মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতি বছর বিশ্বের বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার পূর্বরাত্রে সদরঘাটে জমজমাট অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়, প্রচুর জনসমাগম হয়। কিন্তু সেই ৭০ এর দশকে জঙ্গিপুরের বাবুয়া ভকতকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল, তারপর আমরা কোন সাঁতারু তৈরি করতে পারিনি এখানে। নাই কোন পরিকাঠামো, নাই কোন সংগঠন নাই কোন প্রশিক্ষক। আজ কৃষনগর শহরের মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্যরা এভারেষ্ট-এর চূড়ায় পদার্পণ করছে। আমরা জঙ্গিপুরের বাসিন্দা যা কল্পনাও করতে পারি না। তাই স্টেডিয়ামের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ না করে প্রকৃত খেলাধূলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা একান্ত দরকার। আর স্টেডিয়াম একান্ত করতে হলে শহরের একমাত্র সবুজকে না ঘিরে পার্শ্ববর্তী মিয়াপুর / উমরপুরের কোন অকৃষি জমির উপর তা করা যেতে পারে।

পৌর নির্বাচন

(২য় পাতার পর)

বামফ্রন্ট মোট ভোট পেয়েছে ১৯,২৫৬ মত, যার মধ্যে ৮টি ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ মুসলিম ভোটার, ৫ টিতে আধাআধি, ৫টিতে সম্পূর্ণ হিন্দু ভোটার এবং দুটিতে মুসলিম ভোটার অল্প। কংগ্রেস ১৬১৮৩ ও তৃণমূল ১৪৪৫টি ভোট পেয়েছে। মুসলিমরাই বাম ঝাণ্ডার ইজ্জৎ রক্ষা করেছে। তাহলে হিন্দু চেয়ারম্যান চাওয়া আবদার নয় কি ? তবে এটাও ঠিক যে বেশকিছু হিন্দু দলের চিন্তার বাইরে মৃগাঙ্কবাবুকে চেয়ারম্যান ধরে ভোট দিয়েছিলেন।

আজ যারা মুসলমান চেয়ারম্যান হওয়ায় ভাগবৎ অশুদ্ধ হলো ভাবছেন বা মৃগাঙ্কবাবুকে কাদায় ফেলার জন্যে হিন্দু সেন্টিমেন্ট এর কাছে আগামী দিনের ভোটের ভাবনায় সুড়সুড়িটা হিন্দুদের দরদী সেজে চাপিয়ে দিচ্ছেন রাস্তায়, চায়ের দোকানে, অফিসে – তারা আর যাই হোক প্রকৃত হিন্দুপ্রেমী নন। আমার রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেবার পরেও কেউ কেউ আমাকেও বাজিয়ে দেখেছেন। আমি এদের চিনি এবং বাস্তবিক বলতে কি, সাম্প্রদায়িক কোনও মুসলমানের থেকে ঐসব বহুরূপী হিন্দুদের আমি বরং ঘৃণা করি। এরা আমার বক্তৃতা শুনেছেন, সাবাস দিয়েছেন, যুক্তি শুনে অবাক হবার ভান করেছেন। জীবন ও ইজ্জৎ বাজি রেখে দল করেছি, ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এটা দেখেছেন, কিন্তু ভোট একজনও দেয়নি। বাড়ীর ড্রেন, একটা ভেপার ল্যাম্প প্রাপ্তি অথবা ওকে আটকাতে একে ভোট দিয়ে নষ্ট করে লাভ নাই বলে উপেক্ষা করেছেন। তাই এদের ভাবনাটা ঠিকঠাক নয়। সবটাই ধাপ্পাবাজি, ধাপি গরম করা।

তবে একটা জায়গায় রাজনীতিটা আস্তে আস্তে কেন্দ্রস্থ হচ্ছে। নেতাদেরকে আগামী দিনে অসাম্প্রদায়িক মুসলমান ও হিন্দু জনগণও ভাবাতে বাধ্য করবে – জাতপাতের হিসেবটা মাথায় রেখে টিকিট বিলিবন্টন কর। তথ্যগতভাবে দেখলে 'রাজভোগ' ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে হিন্দুরা কিন্তু যথেষ্ট সংযম ও ত্যাগ দেখিয়েছে যার প্রতিদান এরা পায়নি। অনেক সময় অধিকার চাইলে পাওয়া যায়না, কেড়ে নিতে হয়। মেদিনীপুরের আদিবাসীরা জন্তুর অধম জীবনযাপন করতেন, মাওবাদীরাই এত লজ্জা বিশ্বের সামনে তুলে ধরলো জীবন দিয়ে। এ জেলাতেও কিছু কম বেশী একই ব্যাপার। আমাদের ক্ষমতা নাই, বয়স নাই তাই রক্তাক্ত বিপ্লবের ডাক দিতে পারিনি। বারুদ কিন্তু প্রস্তুত বহু জায়গায়। বুদ্ধ-মমতা-চিদম্বরমের চালাকি বেশী দিন চলবে না। রাষ্ট্র আজ বাধ্য হচ্ছে হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করতে। এটা কি যোগ্যতা বিচার নাকি ষড়যন্ত্র বোঝা যায় না। প্রায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক যাঁরা এস.এস.সি. থেকে নির্বাচিত হচ্ছেন, তাঁদের শতকরা ১০টাও হিন্দু নন। কলেজের অধ্যক্ষও তাই। হঠাৎ হলোটা কি ? মেধার এ অবক্ষয় শুধু বর্ডার জেলাগুলোয় হিন্দুর হল কি করে ? যে জেলায় ২০০১ এর জনগণনা অনুসারে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩৭৩৫৫০ এবং হিন্দু ২১৭৪৬৯ জন। অর্থাৎ ৬৩.৬% এবং ৩৫.৯%, ১৯৮১ তে এটা ছিলো ২১৬৯১২১ ও ১৫২১৪৪৮ জন। শতকরা ৩৪.১৫% ও ১৯.৫৫%, তাহলে ভাবতে হবে এখন ২০১১ তে আমরা কোথায় আছি ? এতসব অসাম্প্রদায়িক ভারতরত্ন, পদ্মবিভুষণ দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? সেনসাসের কাজ চলছে। সম্ভবতঃ এটা দাঁড়িয়েছে ৭০ লক্ষে এবং শতকরা হিসেবে ৭৪% ও ২৬% মতো হবে। আগামী বিধানসভায় এ মহকুমায় ৭টার মধ্যে একটা হিন্দু এম.এল.এ. হবে না ? সাগরদীঘি এবার আর তপঃশীলি নেই। বামফ্রন্ট এবারের মত লেট নিয়ে চলতে পারে কংগ্রেসে একদম লেট চলবে না বলেই মনে হয়। যিনি এম.পি. আছেন তিনি যা করছেন এবং করলেন তাতে তিনি হিন্দুদের ভোট দরকার নাই বলেই ধরে নিয়েছেন। নাহলে কেটে পরবেন ঠিক করেছেন। ও দলে যারা হিন্দু নেতৃত্ব, তারা দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন হতে পারেন, কাণ্ডজ্ঞানটা নেই এবং সারা মহকুমার ৭ টার মধ্যে যদি ২টি হিন্দুও টিকিট না পায়, পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরের 'সংরক্ষিত' পদ বাদে বাকীগুলোর নাকি ৭৫% হিন্দুদের অধরা, তাহলে রাজনীতিতে 'সাম্য' বলে আর কিছু নাই, মৌলবাদীদের পদলেহন চলছে এটাই ধরে নিতে হবে। এবং দীর্ঘ বঞ্চনা, এই তীব্র সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়াও হবে ভয়াবহ। মৃগাঙ্ক বাবুরা আর যে আগুন দিয়ে আরতি করলেন বলে দেখালেন, তর্কের খাতিরে আজ সবাই নত মস্তকে তা মেনে নিলেও আগামী দিনে যদি ভাবের ঘরে চুরি করে থাকেন তিনি ডান বাম যেই হোন না কেন রেহাই পাবেন না সেই আগুন থেকে। ঘর পুড়বে সকলের। ২ জন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী কাজের অভিযোগে ধরার সময় ২০/২৫ হাজার মুসলমান যেমন মিছিল করে দৃপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, যা সত্যি বলে তাঁরা ভেবেছিলেন তা প্রকাশ্যে চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলেন। তেমনি সব রাজনৈতিক নেতাদের রাস্তায় টেনে এনে হিন্দুরাও একদিন এই জাতপাতের নোংরা রাজনীতির জবাব চাইবে, আর সেদিন খুব বেশী দূরে নয়। সব দলেই ভাঙ্গন ধরছে। যারা ঘরে বসে, দোকানে বসে হিন্দুত্বের ধবজা তুলেধরার গর্ব করছে, নিরাপদ দূরত্বে দরজা বন্ধ করে হাফপ্যান্ট পরে একটা ভ্যাদামারা রাজ্যে বিচরণ করছে, এদের হাতেও কিন্তু ঐ লাগামটা থাকবে না। এরা কিছুই করে না বাতেলা ছাড়া – তাও অনেকে জেনে গেছে। এ রাষ্ট্রকে দল পরিচালনা করে না, এটা দেবতাদের লীলাভূমি। রাষ্ট্র আজ বিপন্ন। ইতিহাস বলছে জাতিগত সাম্প্রদায়িক চেতনা হিন্দুদের কোনদিনই ছিল না কিন্তু ভগবান এদের সহায়। তাই আরবীয়দেরকে তাড়িয়েছে তাতার, মোঘলরা। আবার ওদেরকে তাড়িয়েছে ব্রিটিশ। ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে অসংখ্য বিপ্লবী, কবি, দেশনেতার জন্ম হয়েছে। ভগবানের সেই মার নেমে আসছে।

তাই সবদিক রক্ষা হতে পারে, সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাবুক জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে রাজনীতির স্বার্থেই টিকিটে বন্টন হবে, পদের বন্টন হবে, ক্ষোভ থাকবে না। কেউ ব্রাত্য ভাববে না। সেই পথ ধরেই সম্ভবতঃ মোজাহারুল চেয়ারম্যান হয়েছেন। তাঁকে সময় দিতে হবে, দেখা যাক তিনি সব সমালোচনার যোগ্য জবাব দিতে পারেন কিনা। তিনি হিন্দু না মুসলমান না বাম না ডান প্রমাণ হবে কাজে, কথায় চিড়ে ভিজবে না।

সিল্ক সমৃদ্ধ মির্জাপুর রাস্তা আজও চলাচলের (১ম পাতার পর)

চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে পদে পদে। মির্জাপুর সদর রাস্তার কালী ও মনসা মন্দির থেকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক যাবার রাস্তাটি পাকুড়তলা পর্যন্ত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এলাকার কয়েকজন চলাচলের উপযোগী করার উদ্যোগ নিলেও সামনের বর্ষায় কি হবে ভুক্তভোগীরাই জানেন। মির্জাপুর গার্লস স্কুল ঢুকতে সদর রাস্তার ওপরের কালভার্টটি দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়ে থাকলেও সেটা মেরামতের কোন উদ্যোগ নেয়নি পঞ্চায়েত দপ্তর বা স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষিকাদের ঝুঁকি নিয়েই স্কুলে আসা যাওয়া করতে হচ্ছে।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।

❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

পরিবর্তনকামী মেঘের ঘনঘটা থাকলেও (১ম পাতার পর)

হারের ব্যবধান ৩০২। তা সত্বেও ৬, ১০, ১৩ ও ১৬ ওয়ার্ড বাম বিরোধিরা পেলে জঙ্গিপুর সংবাদ-এর শিরোনাম হয়ে উঠত। ভোট ভাঙার জন্য কে দায়ী অধীর চৌধুরী না মুকুল রায় তা নিয়ে বিস্তর কাজিয়া হতে পারে। তবে সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না।

একটা তথ্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট – এবারে ভোট পৌর পরিষেবার মান বিশ্লেষণের নিরিখে নির্ধারিত হয় নি। তা হলে, রাজ্যের পৌর নির্বাচনের ফলাফল হত অন্যরকম। রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণে একটা বাম বিরোধি উন্মাদনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ৭৭ সালে এধরনেরই কংগ্রেস বিরোধী উন্মাদনা তৈরী হয়েছিল। সামান্য কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা নিজেদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং ব্যবহারের জন্য অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিলেন। বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গেও সেই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কেবলমাত্র পক্ষান্তর ঘটেছে যেসব এলাকায় বামপন্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। যেমন জঙ্গিপুর পৌরসভাতে যে যে ওয়ার্ডে বামপন্থীরা অত্যন্ত নিরাপদ ছিলেন যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১১, ১২, ১৫ নং ওয়ার্ডে তাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ নিঃসন্দেহে একটা বড় ফ্যাক্টর। এদের মধ্যে ৮ ও ১১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থীরা তো সরাসরি লড়াইতে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে যে বহুদিন বামপন্থী পৌরপ্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকা নেতৃত্ব এই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। হারের ব্যবধান ২৩৮। এই ব্যবধান জঙ্গিপুর পারে বাম বিরোধী প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

পৌর নির্বাচন শেষ। সামনে বিধানসভা নির্বাচন — তা যে মাসেই হোক না কেন। এবারে জঙ্গিপুর পার জঙ্গিপুর বিধানসভার অন্তর্গত হবে। রঘুনাথগঞ্জ পার থাকবে পৃথক বিধানসভার আওতায়। জঙ্গিপুর পারের যে ক'টি ওয়ার্ড জঙ্গিপুর বিধানসভায় থাকবে সেখানে অবশ্য বামপন্থী প্রার্থী কিছুটা ভরসায় থাকবেন। কারণ জঙ্গিপুরের ১২টি ওয়ার্ডে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট ১২১৮৯। অন্যদিকে বাম বিরোধী ভোটের যোগফল ১০৯৮০। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জের ১০টি ওয়ার্ড নিয়ে বামপন্থীদের চিন্তায় থাকতে হবে। এখানে বামপন্থীরা পেয়েছে ১৯২৫৬ ভোট। বাম বিরোধি অর্থাৎ কংগ্রেস (১৭০২৩) তৃণমূল ও এস.ইউ.সি. আই এর মিলিত ভোট ১৯৯২০। তবে এবারের পৌরভোটে ১০০ র নীচের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ৬ জন। তাদের মধ্যে ৫ জন বামফ্রন্টের। এই ঘটনার পাশাপাশি যে তথ্য বামপন্থীদের চিন্তার কারণ তা হলো ৫০ শতাংশের বেশী ভোট পেয়ে যেসব প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, তার মধ্যে বামফ্রন্টের মোট ১৩ জনের ৮ জন রয়েছেন। অন্যদিকে জয়ী ৬ কংগ্রেস প্রতিনিধির ৬ জনই ৫০ শতাংশের বেশী ভোট পেয়েছেন। কাজেই তাদের অবস্থান দৃঢ় এ কথা বলা যেতেই পারে।

জঙ্গিপুর পৌর প্রশাসনের গত তিন দশকের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। পৌর প্রধান হিসাবে তার পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা এবারের নির্বাচনেও স্পষ্ট। মাঝের একটি নির্বাচন বাদ দিলে ১২ নং ওয়ার্ড থেকেই তিনি নির্বাচনের লড়াইতে অবতীর্ণ হন। ১২ নং ওয়ার্ডে গোটা পৌর এলাকার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ব্যবধানে এবং সর্ব্বোচ্চ শতাংশে ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যবধান ৭৬৫। প্রাপ্ত ভোট প্রদত্ত ভোটের ৭১ শতাংশ। তাই ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি তো কেবলমাত্র তার নিজের ওয়ার্ডেরই নেতা নন। গোটা পৌরএলাকা তথা জেলার বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। কাজেই আপাতত জঙ্গিপুরে, অধীর ক্যারিশমাকে নস্যাৎ করে বামপন্থী বোর্ড গঠন করলেও মৃগাঙ্ক ভট্ট্যাচার্য্যকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বেশ কিছুটা চিন্তিত হতেই হবে। কারণ নির্বাচনী পরিসংখ্যান কিছুটা অশনি সংকেত বহন করছে।

NATIONAL AWARD
WINNER
2008

Coolfi
ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।